AME (ICT BTCA)
26/11/2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৫৬৬

তারিখঃ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
২২ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dsadmin2@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৪/১২/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

22/11/2018

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মেকানিক্যাল/টেকনিক্যাল সার্ভিস/রক্ষণাবেক্ষণ সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৮. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৯. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১০. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১২. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৩. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৫. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
১৬. নির্বাহী প্রকৌশলী,সড়ক সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
১৭. সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

E:\Coordination Metting\Forwading.doc

www.rthd.gov.bd || date: 2018-11-26

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

অক্টোবর ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৫ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : দুপুর: ১২.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।	১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হল।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার অক্টোবর'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি** (নিচের সারণি দেখুন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।	(ক) সওজ অধিদপ্তরের চলমান বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে মতামত চেয়ে প্রস্তাব পিএসসিতে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিআরটিএ'র চলমান ১৭টি মামলার সর্বশেষ অবস্থা এবং তন্মধ্যে তদন্তনাধীন ৬টি মামলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ৩০টি মামলা কেস টু কেস Verify করে নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ
৩.	**আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার অক্টোবর ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:** (নিচের সারণি দেখুন)		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার অক্টোবর'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	সেপ্টম্বর' ১৮ মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা	অক্টোবর'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১	
বিআরটিএ	১৬	০২	১৮	০১	০০	০১	১৭	
বিআরটিসি	৩৭	০০	৩৭	০৪	০৩	০৭	৩০	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-	
মোট	**৫৪**	০২	**৫৬**	০৫	০৩	০৮	**৪৮**	

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার অক্টোবর ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	অক্টোবর ২০১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২০টি মামলার আদেশ/নির্দেশনা/রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২০টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ১৮টি, বিআরটিএ-তে ০২টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।						
সওজ	৩২০৮	১২	৩২২০	২৩	০২	২১	৩১৯৭
বিআরটিএ	২৩৯	০১	২৪০	০৫	০৫	০০	২৩৫
বিআরটিসি	৮৬	০০	৮৬	০১	০১	০০	৮৫
ডিটিসিএ	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
মোট	৩৫৩৪	১৩	৩৫৪৭	২৯	০৮	২১	৩৫১৮

www.rthd.gov.bd // date: 2018-11-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।	(ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৫২টি কনটেম্পট মামলা ছিল। বিবেচ্যমাসে ০২টি মামলা রুজু এবং ৮টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৪৬টি। কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(খ) কনটেম্পট মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৪টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৪টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৬টি। তন্মধ্যে সওজের ১১টি ও বিআরটিএ'র ০৫টি মামলা রয়েছে।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সওজ অধিদপ্তরে অক্টোবর'২০১৮ মাসে ১২টি মামলা রুজু এবং ২৩ টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩১৯৭টি। বিপুল সংখ্যক মামলার সংখ্যা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে যুগ্মসচিব (আইন) জানান সুপ্রিম কোর্টে, জজ আদালতে, সাব জজ আদালতে, শ্রম ও ভূমি আদালতে, অর্থঋণ আদালতে ও সার্টিফিকেট আদালতে এ সকল মামলা চলমান রয়েছে। সভাপতি জোন ওয়ারী/বিভাগ ওয়ারী কোন্ কোর্টে কতটি মামলা আছে তা যাচাই-বাছাই করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী এবং যুগ্মসচিব (আইন)কে পরামর্শ প্রদান করেন। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাঁর নিজ নিজ মূল অঞ্চলের মামলা পর্যালোচনা করার বিষয়ে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, কোর্ট হতে মামলার অবস্থা জানার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য সভায় প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়।	(১) জোন ওয়ারী/বিভাগ ওয়ারী কোন্ কোর্টে কতটি মামলা আছে তা যাচাই-বাছাই করতে হবে। (২) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাঁর নিজ নিজ মূল অঞ্চলের মামলা পর্যালোচনা করবেন। (৩) কোর্ট হতে মামলার অবস্থা জানার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৩৯টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। অক্টোবর ২০১৮ মাসে ০১টি মামলা রুজু এবং ০৫টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৩৫টি।	মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ আগামী সভাকে জানাতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসিতে ০১টি কনটেম্পট পিটিশন মামলা রয়েছে। উক্ত মামলাটির কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরসহ নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিজ্ঞ আদালতে বিআরটিসি'র মোট ৮৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। অক্টোবর ২০১৮ মাসে কোনো মামলা রুজু হয়নি এবং ০১ টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৫টি। নিয়োজিত আইনজীবীদের নিয়ে মামলাগুলো পর্যালোচনা করে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলো ওপর নিয়োজিত আইনজীবীদের নিয়ে পর্যালোচনা সভা করতে হবে এবং সভার অগ্রগতি আগামী সভাকে অবহিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর মামলা পরিচালনার নিমিত্ত রাষ্ট্রপক্ষের আইন কর্মকর্তার পাশাপাশি ০১ (এক) জন বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে অর্থ বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পাওয়া গিয়েছে। Public Procurement Act-2006, Public Procurement Rules-2008 এবং Delegation of Financial Power, 2015 অনুসরণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে ডিটিসিএ'র জন্য ০১ (এক) জন বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।	প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম বিধিমোতাবেক দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি)
৪.	**অডিট আপত্তির বিবরণী:**		

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮	০৫	০২	০১	-	০৮	-	০৮
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৮৪	১,০৯৭	৫,৭৭৭	৬১০	-	৭,৪৮৪	০২ (সাঃ) ০৯ (অঃ)	৭,৪৭৩
ডিটিসিএ	৩,৭১২	২,৫০০	১,১২১	৯১	-	৩,৭১২	১৬ (সাঃ)	৩,৬৯৬
বিআরটিসি	২৫৮	৪৩	২১৫	-	-	২৫৮	-	২৫৮
বিআরটিএ	১৮	০৮	০৯	০১	-	১৮	-	১৮
ডিএমটিসিএল	১৯	০৮	১১	-	-	১৯	-	১১
মোট	১১,৪৯৯	৩,৬৬১	৭,১৩৫	৭০৩	-	১১,৪৯৯	২৭	১১,৪৭২

www.rthd.gov.bd || date: 2018-11-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (অডিট) জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৪৯৯। অক্টোবর ২০১৮ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এবং ২৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৪৭২টি।		
	(ক) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৩টি অডিট (অগ্রিম- ২টি ও খসড়া-১টি) আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ১টি খসড়া আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অডিট আপত্তির সংখ্যা গড় মিল সংশোধনের লক্ষ্যে Comptroller and Auditor General (C&AG) মহোদয়ের সাথে সাক্ষৎ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি এবং অডিট আপত্তির সংখ্যা গড় মিল সংশোধনের জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে প্রতিনিয়ত টেলিফোনে যোগাযোগ করা হচ্ছে।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ২টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) অডিট আপত্তির সংখ্যা গড় মিল সংশোধনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) উপসচিব (অডিট) জানান, বিআরটিএ হতে ৭১টি ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র পাওয়া গিয়েছে। পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগারযাগ করে শিঘ্রই সভা আহবান করা হবে।	(গ) বিআরটিএ হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রের ওপর সভা আহবান করতে হবে।	চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যার বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।	(ঘ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে।	
	(ঙ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অবসর গ্রহণের পূর্বেই কর্মকর্তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(ঙ) অবসর গ্রহণের পূর্বেই কর্মকর্তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করার বিষয়টি অব্যাহত থাকবে এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২১	১	২২	-	২২	
বিআরটিসি	১৪১	১০	১৫১	৭ (আংশিক পরিশোধ)	১৫১	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১৬৬**	১১	**১৭৭**	-	**১৭৭**	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে অডিট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান,বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। বিবেচ্যমাসে ৭,০০,০০০.০০ (সাত লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বকেয়া পরিশোধের ধারা অব্যাবহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)

www.rthd.gov.bd // date: 2018-11-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮** যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, প্রয়োজনীয় সংশোধনসমূহ হালনাগাদক্রমে **'বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮'** প্রণয়ন করে সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। আইনটি ০৬/০১১/২০১৮ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পাওয়ার পর আইনটি ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ বাস্তবায়ন: রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দিষ্ট সময় বেধেঁ দিতে হবে। নীতিমালায় কোনো জটিলতা বা সমস্যা থাকলে তা সংশোধন/পরিবর্তনের জন্য বিআরটিএ হতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের করতে পারে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি বিষয়টি দ্রুত সমাধানে পৌছানোর জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানকে নীতিমালার আওতায় আনতে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে হবে। (২) নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	গ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ কার্যকর করার লক্ষ্যে উক্ত আইনে বর্ণিত বিধিমালাসমূহ প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগের জন্য এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। পরামর্শক নিয়োগের বাজেটসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	পরামর্শক নিয়োগের বাজেটসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ)
	ঘ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮: অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, ইজারাদার কর্তৃক ফেরি সার্ভিসিং এর বিষয়টি ইজারাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৬/১১/২০১৮ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান ফেরী সার্ভিসিং করার বিষয়ে ফেরি সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও ম্যানুয়েল পর্যালোচনা করে ১০ কার্য দিবসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেলেই তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	গঠিত কমিটির প্রতিবেদন দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) ঠিকাদার কর্তৃক ৬৫ টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যা চলমান আছে। মৃত গাছের স্থলে চলমান বর্ষা মৌসুমে নতুন গাছ রোপন চলছে। প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যার বিষয়টি বৃক্ষপালনবিদের একক প্রচেষ্টায় করা সম্ভব নয়। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ ও প্রধান বৃক্ষপালনবিদের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।	(ক) (১) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) মেগা প্রকল্প বাদে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ ও প্রধান বৃক্ষপালনবিদের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি)/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে অবহিত করেন যে, কিছু কিছু মহাসড়কে রোপিত গাছের মধ্যে অধিক সংখ্যক গাছ মারা গিয়েছে। যেমন সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগে রোপিত ৮৫০টি গাছের মধ্যে ৬৯০টি গাছ মারা গিয়েছে। মারা যাওয়া গাছের স্থলে গাছ রোপন করা হয়েছে কিনা বা রোপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিনা এ বিষয়ে প্রতিবেদনে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। মৃত গাছের স্থলে দ্রুত নতুন গাছের চারা রোপন এবং প্রতি মাসের প্রতিবেদনের মন্তব্য কলামে এ বিষয়ে কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করার জন্য প্রধান বৃক্ষপালনবিদকে পরামর্শ প্রদান করা হয়। (গ) প্রধান প্রকৌশলী জানান, মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান। দ্রুত সময়ের মধ্যে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(খ) (১) পরিদর্শনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের মন্তব্য কলামে গৃহীত কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (২) মৃত গাছের স্থলে দ্রুত নতুন গাছের চারা রোপন করতে হবে। (গ) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে সওজ হতে নীতিমালা আকারে প্রস্তাব পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি)/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-11-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) উপসচিব (তদন্ত ও শৃংঙ্খলা) জানান, তদন্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে রোপিত গাছ কর্তনের বিষয়ে জড়িত জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন মোল্লা, নির্বাহী বৃক্ষপালনবিদ, অপারেশন ডিভিশন (পূর্বাঞ্চল) নিলাম দরপত্রের শর্তাবলী ভঙ্গ করে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক অবৈধভাবে গাছ কর্তনে সহযোগিতা করেছেন। উক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব পাওয়া গেছে। নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
	(ঙ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে জানা যায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে মৃত গাছের স্থলে নূতন চারা পুন:রোপণ করা হয়েছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ চলছে। উক্ত মহাসড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে খুলে যাওয়া স্লাব পুন:সংযোজনের কাজ চলমান আছে।	(ঙ) (১) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঙ) (২) উক্ত মহাসড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে খুলে যাওয়া স্লাব লাগানোর কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**পরিদর্শন বাংলোর যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের লক্ষ্যে কক্ষ বরাদ্দ সংক্রান্ত অনুসরণীয় নীতিমালা ও ভাড়ার হার নির্ধারণে অর্থ বিভাগ হতে সম্মতি পাওয়া গেছে। সে অনুযায়ী সওজ অধিদপ্তরকে ০৪/১১/২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ ও বিবাদ (Dispute) নিরসণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য এর সভাপতিত্বে ০৯/০৯/২০১৮ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সওজ অধিদপ্তরকে ১৪/১০/২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী জানিয়েছেন, কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো বিভাগে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে পত্র দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জেলা পরিষদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগকে পত্র দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট/আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(গ) জেলা পরিষদের মাধ্যমে সওজের অনুকূলে হস্তান্তরকৃত যে সব জায়গা এখনও সওজের নামে রেকর্ড করা হয়নি যে সব জায়গা চিহ্নিত করা এবং সওজের অনুকূলে হস্তান্তরের গেজেট সংগ্রহপূর্বক রেকর্ড সংশোধনীর মামলা করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(গ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ২৮/১০/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রধান কার্যালয়ের জন্য এস্টেট কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ০২/১০/২০১৮ তারিখ রংপুর জোনের আওতাধীন ওয়েস্টার্ণ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (রংপুর অংশ) এর আওতাধীন জয়পুরহাট জেলা সদর উপজেলাধীন মঙ্গলবাড়ী-কুঠিবাড়ী সেতুর সংযোগ সড়কে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৮৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১.১৫ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য ০.৬০ কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মহাসড়ক বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অথবা যান চলাচল ও জনসাধারণের সমস্যার সৃষ্টি করে এমন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)

www.rthd.gov.bd // date: 2018-11-26

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>চট্টগ্রাম জোন:
চট্টগ্রামে জোনের আওতায় মহাসড়ক বর্ধিত করার ক্ষেত্রে অথবা যান চলাচল ও জনসাধারণের সমস্যার সৃষ্টি করে এমন অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম</td></tr>
<tr><td></td><td><u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u>
(১) চেয়ারম্যান (বিআরটিএ) জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। অক্টোবর ২০১৮ মাসে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ২,৬৬৮টি মামলার মাধ্যমে ৪৩,৯০,৬৮০/- (তেতাল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার ছয়শত আশি) টাকা জরিমানা আদায়সহ ০৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ১৭৮টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বর্তমানে কর্মকর্তা পদায়নের সাথে ম্যাজিস্ট্রিয়াল ক্ষমতা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে বিআরটিএ-তে ১৪ জন ম্যাজিস্ট্রেট কর্মরত আছে। তন্মধ্যে ০১ জনকে প্রত্যাহারের জন্য লেখা হয়েছে। অপর ০১ জন কর্মকর্তা ১৩/১১/২০১৮ তারিখে যোগদান করেছেন। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।</td><td>(১) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(২) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)</td></tr>
<tr><td></td><td>(৩) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) আরও জানান, অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ/ফিটনেসবিহীন গাড়ী/ট্রাক চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণের নিমিত্ত বুয়েটসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ১৪/০৮/২০১৮ তারিখে বিআরটিএতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বাস, মিনিবাস ইত্যাদি যাত্রীবাহী মোটরযানের লাইফ টাইম ২০ বছর এবং ট্রাক, কভার্ডভ্যান ইত্যাদি মালবাহী মোটরযানের লাইফ টাইম ২৫ (পচিঁশ) বছর নির্ধারণ করা হয় এবং আগামী ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে কার্যকর করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আপাতত এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় এজেন্ডাটি বাদ দেয়ার বিষেয় সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>(৩) এজেন্ডাটি বাদ দেয়া যেতে পারে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)</td></tr>
<tr><td>১০.</td><td>অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:
এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহাসড়কের পার্শে সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গা হতে ০৫টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে। ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি অবহিত করেন অনেক বেসরকারি কোম্পানী পুলিশের নাম ব্যবহার করে মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে সাইনবোর্ড ব্যবহার করছে। এ সকল সাইনবোর্ড সরিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে অনুরোধ করতে হবে।</td><td>বেসরকারি কোম্পানী কর্তৃক মহাসড়কের পাশ্বে অবৈধভাবে স্থাপিত সাইনবোর্ড অপসারণের জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে পত্র দিতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)</td></tr>
<tr><td>১১.</td><td><u>সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাগার এর নতুন জনবল কাঠামো তৈরি করা:</u>
উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজনের বিষয়টি একীভূত করে সওজ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পক্ষ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ২৯/১০/২০১৮ তারিখ প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।</td><td>প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে দ্রুত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)</td></tr>
<tr><td>১২.</td><td><u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:</u>
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান,
(ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৫০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টির মধ্যে ২৭৫টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:
<table><tr><th rowspan="2">মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন</th><th colspan="2">নিলাম সংক্রান্ত</th></tr><tr><th>বিক্রিত</th><th>বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন</th></tr><tr><td>১৭৩</td><td>১৭৩</td><td>১০৯টি</td><td>৬৪</td></tr></table>
(গ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য একটি রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার জন্য প্রস্তুতকৃত ডিপিপির ওপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৩/০৯/২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।</td><td>(ক) অমেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে বিধি অনুযায়ী তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে।

(খ) কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

(গ) রি-সাইক্লিং যন্ত্র ক্রয়ে পুনর্গঠিত ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান</td></tr>
</table>

www.rthd.gov.bd || date: 2018-11-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঘ) ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ১৪টি সড়ক বিভাগে শেড রয়েছে। ৪৬টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন এবং ০৫টি সড়ক বিভাগ (চাঁদপুর, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা সড়ক বিভাগ) শেড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সভাপতি প্রত্যেক বিভাগে আবশ্যিকভাবে শেড নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	(ঘ) (১) যে সকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন তা সম্পন্ন করতে হবে এবং যে সকল সড়ক বিভাগ উদ্যোগ নেননি তাদেরকে উদ্যোগ নিতে পত্র দিতে হবে। (ঘ) (২) প্রত্যেক বিভাগে আবশ্যিকভাবে শেড নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(ঙ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে চাহিত তথ্যাদি ০৩/০৬/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ২৯/০৭/২০১৮ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।	(ঙ) সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	খ. বিআরটিএ: (১) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, বিআরটিএ'র টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণের সম্মতি প্রদানের জন্য ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। ১৮/০৪/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ হতে তথ্যাদি পাওয়া যায়। বিআরটিএ হতে এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য সুস্পষ্ট না হওয়ায় পুনরায় তথ্যাদি চেয়ে ১৩/১১/২০১৮ বিআরটিএ-তে তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। সুস্পষ্ট তথ্যাদি পাওয়ার পর মন্ত্রণালয়ে একটি সভা করে চাহিত তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ অতিরিক্তসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	(২) অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।	(২) (ক) গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারক করতে হবে। (২) (খ) পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)(নন গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। বিআরটিসি'র জন্য নতুন যে সকল গাড়ী আনা হবে প্রত্যেক গাড়ীতে ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার লাগানো বিষয়ে সভাপতি চেয়ারম্যানকে পরামর্শ প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। (২) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করার বিষয়ে ০১/০৮/২০১৮ তারিখে পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে বিআরটিএ হতে জানানো হয়েছে।	(১) যাত্রীপরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে হবে। বিআরটিসি'র জন্য আনা নতুন গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর স্টিকার লাগাতে হবে। (২) গাড়ীতে ৯৯৯ স্টীকার না লাগালে গাড়ীর রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ অতিরিক্তসচিব/ যুগ্মসচিব (আরটিএ/ বিআরটিসি বিসংস্থাপন)
১৩.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক ৩৫টি পদ সৃজনের নিমিত্ত পদভিত্তিক রাজস্বখাতে পদ সৃজনের প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কোয়ারীর জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে ১৬/১০/২০১৮ তারিখে পাওয়া যায়। চাহিত সকল তথ্যাদি সংযুক্ত না করায় স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য ২৮/১০/২০১৮ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।	সওজ অধিদপ্তর হতে কোয়ারির জবাব সংগ্রহপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে কোয়ারী করা হয়েছে। কোয়ারীর জবাব প্রেরণের জন্য ২৭/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।	সওজ অধিদপ্তর হতে কোয়ারির জবাব সংগ্রহপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটে সংস্থাপন)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-11-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি ০৮/১১/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঘ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: (১) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, মোটরযান ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য Competancy Test বোর্ড গঠনের বিষয়ে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এ উল্লেখ রয়েছে। নতুন করে এ বোর্ডে প্রশাসন হতে নির্দিষ্ট কাউকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। তাই এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ সমীচীন হবেনা। তিনি এজেন্ডাটি বাদ দেয়ারও অনুরোধ করেন। (২) মোটরযান ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সম্মানি প্রদানের বিষয়ে বিআরটিএ হতে কোনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। প্রস্তাব প্রাপ্তির অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হবে।	(১) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে। (২) Competancy Test বোর্ডে উপস্থিত সদস্যদের সম্মানি প্রদানের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ঙ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অফিস বা বসার ব্যবস্থা ও সহযোগি স্টাফ পদায়ন সংক্রান্ত: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োজিত এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানকৃত জোনের (ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ) কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত অফিস কক্ষ বরাদ্দসহ সহযোগি স্টাফ পদায়ন/দায়িত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সকল সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
১৪.	**বিবিধ:** **ক. বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছর পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৫৯,০০,০০০/- (ছয় কোটি উনষাট লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। জুলাই'১৮ থেকে অক্টোবর/১৮ পর্যন্ত (অক্টোবর মাসে ৫ লক্ষ) সর্বমোট ১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। বিআরটিসিতে র‍্যাপিড পাসের ব্যবহার কমে গেছে। এ বিষয়ে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে বিআরটিসি'র সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। র‍্যাপিড পাস বিষয়ে বিআরটিসি'র সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রয়োজন। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। (২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকায় চলাচলরত A/C বাসে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে ১৯/০৯/২০১৮ তারিখে অপারেটরদের সাথে একটি সভা করা হয়েছে। র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধির কাজ অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (৩) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহারের Handy R/W ডিভাইস এর ত্রুটি পাওয়া মাত্র তা সংশোধন/পরিবর্তনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (৪) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে Rapid Pass ব্যবহারের জন্য ১০/০২/২০১৮ তারিখে ১৫টি ডিভাইস বিআরটিসি'র মতিঝিল ডিপোকে হস্তান্তর করা হলেও বিআরটিসি অদ্যাবধি উক্ত রুটে Rapid Pass ব্যবহার শুরু করেনি। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।	(১) (ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) বিআরটিসি'র পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীদের তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। (২) ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী শহরে বিআরটিসি ও অন্যান্য অন্য গাড়ীতে র‍্যাপিড পাস চালুর বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারকারী ডিভাইসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে তা সচল করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। (৪) নবীনগর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসি'র বাসে Rapid Pass চালুর বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস

www.rthd.gov.bd || date: 2018-11-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. বিআরটিএ এবং ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : **বিআরটিএ:** চেয়ারম্যান, বিআটিএ জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে নবনির্মিত বিআরটিএ'র ভবন উদ্বোধন করেন। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, অক্টোবর মাসের ১২ এবং ২৬ তারিখে মোট দুই ধাপে বেইজমেন্ট ফ্লোরের ম্যাট ও পাইল ক্যাপ ঢালাই সম্পূর্ণ হয়েছে। কজের অগ্রগতি ৪৬.৯২%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন।	ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং)
	সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে নবনির্মিত সওজ অধিপ্তরের প্রধান কার্যালয় ভবন উদ্বোধন করেন। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অধিদপ্তর
	ঘ. বেইলী ব্রীজ ধ্বসে পড়া: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (১) সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিতকরণ, ব্রীজের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ /বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে মর্মে ৬৫টি সড়ক বিভাগ সওজ অধিদপ্তরকে অবহিত করেছেন। সড়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বিধায় এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(১) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	(২) ওভার লোডেড যানবাহনের কারণে ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ সংক্রান্ত মামলার উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ যথাযথ নিয়মে দায়ের করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এটি চলমান প্রক্রিয়া তাই এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) ওভার লোডের কারণে ধসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজের বিষয়ে যথাযথ নিয়মে মামলা দায়ের অব্যাবহ রাখতে হবে। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	ঙ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টর এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে প্রদানকৃত বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে কী ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যারা দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গ করেছে তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য আগামী সভাকে অবহিত করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যাম, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আগামী সভায় অবহিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	(২) বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়া বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(২) প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রেখে প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতেবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

www.rthd.gov.bd || date: 2018-11-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	চ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ২৩/০৯/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় ''বাংলাদেশ মান সম্মত সড়ক অবকাঠামো বিনির্মাণঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সেমিনারে আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এজেন্ডাটি বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(১) এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর আরও জানান, এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে শীঘ্রই একটি সেমিনারের আয়োজন করা হবে। ডিসেম্বর'১৮ মাসের ১ম সপ্তাহে সেমিনারের আয়োজন করার জন্য সভায় গুরুতারোপ করা হয়।	(২) এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে ডিসেম্বর'১৮ মাসের ১ম সপ্তাহে ওয়ার্কশপ/ সেমিনার আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রোড সেফটি বিষয়ে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। নভেম্বর'১৮ এর মধ্যে কর্মশালা/সেমিনারটি আয়োজন করার জন্য সভায় আলোচনা হয়।	(৩) নভেম্বর ২০১৮ সময়ের মধ্যে রোড সেফটি বিষয়ে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ আয়োজন করতে হবে।	
	ছ ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কাযক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জনাব মোঃ জিকরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), সওজ, মনিটরিং সার্কেল, ঢাকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	জ. ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত: অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান- (১) সওজ অধিদপ্তরের ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের (২৬৬৭ জন) রাজস্ব খাতে নিয়মিত সংস্থাপনে আনয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (নন-ক্যাডার গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫' এ বয়সসীমা এককালীন শিথিল করে বিশেষ বিধান সন্নিবেশ করার বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং শেষে নথি এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে। শিঘ্রই সারসংক্ষেপ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(১) ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	(২) সওজ অধিদপ্তরে কর্মরত ওয়ার্কচার্জড কর্মচারি রাজস্বখাতে নিয়মিত হওয়ার লক্ষ্যে রিট মামলা প্রেক্ষিতে আদালতের রায় পর্যালোচনাপূর্বক কার্যক্রম জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে। সভাপতি মামলার রায় পর্যালোচনা এবং বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক আদালত রায় বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী এবং অতিরিক্ত সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও অবহিত করেন ওয়ার্কচার্জড কর্মচারিদের মধ্যে ২৬৬৭ জনকে রাজস্ব খাতে নিয়মিত সংস্থাপনে আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২৬৬৭টি পদ শূণ্য রেখে অবশিষ্ট পদ পূরণ সমীচীন হবে। বিষয়টি সর্তকতার সাথে দেখার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান প্রদান করেন।	(২) (ক) যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে। (২) (খ) ২৬৬৭টি পদ শূণ্য রেখে অবশিষ্ট পদ পূরণের উদ্যোগ নিতে হবে।	
	ঠ. সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) জানান, সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের জন্য দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে শীঘ্রই একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে।	দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এ বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) এর ওপর দ্রুত একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট
	ড. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** উপসচিব (বাজেট) জানান- উপসচিব (বাজেট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী এ বিভাগসহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। তবে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থা কিছু কিছু বিষয়/এজেন্ডা পিছিয়ে রয়েছে। পিছিয়ে থাকা বিষয়/এজেন্ডা নিয়ে পৃথকভাবে দপ্তর/সংস্থাদের নিয়ে সভা করার জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(i) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (ii) পিছিয়ে থাকা বিষয়/এজেন্ডার ওপর দপ্তর/সংস্থাদের নিয়ে পৃথক সভা করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-11-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) <u>জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯:</u> উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি অধিশাখা) জানান, (ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রথম প্রান্তিকের শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-২০১৯) ১ম প্রান্তিকের প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। (খ) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকা (দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক কোর্সে আসন সংখ্যা সীমিত হওয়ার ফলে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রান্তিকে বকেয়া লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। 'আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত/দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের (১ম প্রান্তিকের) ওপর ফিডব্যাক প্রদান' কার্যক্রম ০৪/১১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ম প্রান্তিকের কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও NIS সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। ২য় প্রান্তিকের NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৮) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপ : কার্যক্রমের ক্রম — কার্যক্রমের নাম ১.৩ — স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ ২.১ — অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা ২.২ — 'কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২; সরকারি কর্মচারি আচারণ বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন' ২.৩ — 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান' ৪.১ — স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ ৪.৪ — তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ ৪.৫ — তথ্য অধিকার আইন. ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ ৪.৬ — স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ ৫.২ — ভিডিও/অনলাইন/টেলি-কনফারেন্স আয়োজন (স্কাইপ/ম্যাসেন্জার, ভাইবার ব্যবহারসহ) ৬.২ — বার্ষিক উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ৯.২ — আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয়ে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭' অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কোডে অর্থ বরাদ্দ	(ক) চলতি অর্থ-বছরের NIS কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-২০১৯) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকা (দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা
	(৩) Grivance Redress System - GRS : (ক) ফোকাল পয়েন্ট (GRS) জানান, অক্টোবর ২০১৮ মাসে এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ০৩টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ০৩টি অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(৪) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষক প্রেরণের অনুরোধ করে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেলে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এ বিষয়ে গত ৭/১১/২০১৮ তারিখে অর্থ বিভাগে পুনরায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজন করার জন্য সভাপতি উপসচিব (বাজেট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচি (জিএফডিপি/

www.rthd.gov.bd || date: 2018-11-26

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		করতে হবে।	ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৫) Public Sevrice Innovation: (ক) উপসচিব (অডিট) জানান, ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কর্মকর্তাদের Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গাজীপুর সড়ক বিভাগের রাজেন্দ্রপুর পরিদর্শন বাংলোতে এবং নয়াহাট বাংলোতে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দুইভাগে Innovation সংক্রান্ত Workshop অয়োজনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) Innovation আইডিয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিভাগের ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দুই গ্রুপে Innovation সংক্রান্ত Workshop এর আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(৬) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, অক্টোবর'১৮ মাসে সওজ অধিদপ্তর ৮২টি, বিআরটিএ ৮৫টি, বিআরটিসি ৪১৫টি, ডিটিসিএ ২১টি নথি নোটে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে অধিনস্ত অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করতে পারেন। ই-ফাইল কার্যক্রমে দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বিআরটিসি ১ম অবস্থানে থাকায় সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়া, আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকে ই-ফাইল কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) ই-নথির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। (খ) ই-নথির সংখ্যা উল্লেখপূর্বক দপ্তর/সংস্থা হতে তথ্য ছকে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(৭) ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮: উপসিচব (ডিএফডিপি) জানান, ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮এ ১ম স্থান অর্জনকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিনন্দনপত্র প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এজেন্ডাটি আগামী সভা হতে বাদ দিতে হবে।	উপসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)
	(৮) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপে এ বিভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মকর্তা সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণ শেষে একটি প্রতিবেদন উইংএ জমা দিবেন এবং সংশ্লিষ্ট উইং প্রয়োজনে এটি ফাইলে উপস্থাপন করবেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ শেষে কর্মকর্তা একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উইং-এ জমা দিবেন। উইং হতে প্রয়োজনে প্রতিবেদনটি ফাইলে উপস্থাপন করবে।	এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা
	(৯) ডিটিসিএ'র কার্যাবলি সম্পর্কিত: নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ সভাকে অবহিত করেন যে, ডিটিসিএ'র সৃষ্টির পর এই প্রথম কারিগরি ১২টিসহ মোট ১৪ জন ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। এদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে একদিনের এটাচমেন্ট প্রদান করা হলে বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। সড়ক বিভগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বৃহত্তর ঢাকার পরিবহন অবকাঠামো সম্পর্কিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপে ডিটিসিএকে আমন্ত্রণ জানানো হলে এ সকল কর্মকর্তা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। বৃহত্তর ঢাকার প্রকল্পের আওতায় বিদেশে ষ্টাডিট্যুরে ডিটিসিএ'র প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত রাখা হলে তাঁদের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ হবে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদালত অবমাননা মামলা হতে অব্যাহতি লাভের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগের জন্য সৃষ্ট গাড়িচালক ও অফিস সহায়ক পদের মধ্যে কয়েকটি পদ নিয়মিতকরণের জন্য ডিটিসিএ হতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যা সুপারিশসহ অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা প্রয়োজন। ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা বর্তমানে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে পেন্ডিং আছে। মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হলে প্রবিধানমালা দ্রুত চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে। তিনি ঢাকা হতে গাজীপুর; মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে চলাচলকারী যানবাহনের গতিবেগ অনুযায়ী লেন ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন পৃথক লেনে চলাচল করলে যানজটের পরিমান কমে আসবে।	(ক) পদ নিয়মিতকরণের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা ভেটিং এর বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (গ) ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২২/১১/২০১৮
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd || date: 2018-11-26